শেকড় জানো দেশটা চেনো

শেরে-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক

লেখক: ওয়াহিদুল আলম

GROW your READER
Foundation

শেরে-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

আবুল কাশেম ফজলুল হক। বাংলার পথে প্রান্তরজুড়ে এক কিংবদন্তী নেতা। ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, লেখক, সংগঠক, বাঙালি আইনজীবি ও সংসদ সদস্য। বাংলা আর বাঙালির জন্য চিন্তা করেছেন এমন নেতার তালিকায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নাম রাখতে হবে সবার সামনের সারিতে। লোকমুখে প্রচলিত বালক এ কে ফজলুল একবার পড়ে বই ছিড়ে ফেলতেন, কুমিরভরা খরস্রোতা নদী সাঁতরে পাড়ি দিতেন। এর কিছু সত্য, কিছু সাধারণ মানুষ ভালোবেসে রচনা করেছে মনের মাধুরী মিশিয়ে।

এ কে ফজলুল হক ১৮৭৩ সালে ২৬ অক্টোবর বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার সাতুরিয়া ইউনিয়নের সাতুরিয়া মিঞাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার আদি পৈতৃক নিবাস বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার চাখার গ্রামে। তিনি কাজী মুহম্মদ ওয়াজেদ এবং সাইদুন্নেসা খাতুনের একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাঁর পিতা ওয়াজেদ আলী সাহেব ছিলেন বরিশালের খ্যাতনামা আইনজীবীদের অন্যতম। বিপুল ঐশ্বর্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান হলেও ফজলুল হক বাল্যকাল থেকেই বহু সদগুণের অধিকারী ছিলেন। তেমনি শৃঙ্খলা ও আদর্শের প্রতি অনুরক্ত করেই গড়ে তোলা হয়েছিল তাঁকে।

শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বাল্যকাল থেকেই তেজস্বিতা, তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ঘরেই তাঁর আরবী, ফারসি ও উর্দু শিক্ষা শুরু হয়। ১৪ বছর বয়সে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি এবং পরিতোষিকসহ ঢাকা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। এরপর কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এফ. এ এবং পরে রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা ও গণিতে অনার্সসহ বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৫ সালে গণিতে এম. এ. পাস করেন। বরিশালের রামচন্দ্র কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনার পর ১৮৯৭ সালে তিনি বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বাড়ি

এ. কে. ফজলুল হক ১৮৯৭ সালে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বি.এল. পাশ করার পর কলকাতা হাইকোর্টে স্যার আশুতোষ মুখার্জির শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯০০ সালে আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং ১৯০১ সালে বরিশালে ফিরে বরিশাল আদালতে যোগ দেন। তিনি বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবেও কাজ করেন। ১৯০৬ সালে তিনি আইন ব্যবসা ছেড়ে সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগ দেন। ১৯১১ সালে সরকারি চাকরি ছেড়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন এবং কলকাতায় নাগরিক সংবর্ধনা পান।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবন ছিল দীর্ঘ, গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈচিত্র্যময়। তিনি বাংলার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই জনপ্রিয় নেতা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

জিন্নাহর সাথে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

তেজস্বী হক সাহেব সরকারের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় ১৯১১ সালে চাকরি ছেড়ে আইন ব্যবসায়ে নেমে পড়েন। ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে তিনি অংশ নেন। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯২০ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত মন্টেগু-চেমসফোর্ট কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কাজ করেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে লীগ কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে তিনি যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাই বিখ্যাত 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' নামে অভিহিত হয়। ১৯১৮ সালে ফজলুল হক নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দিল্লী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সেখানে সভাপতি হিসেবে তাঁর দেওয়া ভাষণ ইতিহাসের এক স্বর্ণ অধ্যায় হয়ে রয়েছে। ১৯২৫ সালে তিনি বাংলার মন্ত্রী সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৯২৭ সালে তিনি কৃষক-প্রজা পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৩০-৩১ এবং ১৯৩১-৩২ সালে তিনি বিলেতে অনুষ্ঠিত গোল

টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। সেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব পূর্ণ বক্তৃতা সবার মনে সাড়া জাগায়। ১৯৩৫-৩৬ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। তিনিই ছিলেন এ পদে অধিষ্ঠিত প্রথম বাঙালি মুসলমান। ১৯৩৭ সালে শের-এ-বাংলা এ. কে ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৪০ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে জ্বালাময়ী বক্তৃতায় প্রথম পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে পাঞ্জাববাসীরা তাঁকে উপাধি দেয়। শের-ই-বঙ্গাল অর্থাৎ বাংলার বাঘ। সে থেকে তিনি শের-ই-বাংলা নামেই পরিচিত।

ভাষণ প্রদাণকালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকালের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে তিনি বহু জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। এ সময়ে তিনি 'ঋণ সালিশী বোর্ড' গঠন করেন। এর ফলে দরিদ্র চাষীরা সুদখোর মহাজনের কবল থেকে রক্ষা পায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও ফজলুল হক সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। তিনি পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তবে তার চিন্তা-চেতনা এবং নীতি প্রায়ই কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে দ্বন্দ্বে জড়াত।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি ১৯৫২ সালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন। ৫২'র ভাষা আন্দোলনের সময় কৃষক শ্রমিক পার্টি ভাষার অধিকারের পক্ষে অবস্থান নেয় এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আন্দোলনে সমর্থন দেয়। ১৯৫৩ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় তাঁর বাস ভবনে কৃষক-প্রজা পার্টির কর্মীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে দলের নাম থেকে প্রজা শব্দটি বাদ দিয়ে 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' গঠন করা হয়। কৃষক শ্রমিক পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালন করে। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যপূর্ণ নীতি এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। তাদের কার্যক্রম পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে। ১৯৫৪ সালে দেশের সাধারণ নির্বাচনে তিনি 'যুক্তফ্রন্ট' দলের নেতৃত্ব দিয়ে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। এরপর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শেখ মুজিবের সাথে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

এ. কে. ফজলুল হক একাধারে ১৯৩৭ নিখিল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, এবং ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন। ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টি

প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকারের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জমিদারি প্রথার অবসান ঘটানোর জন্য তিনি আইন প্রণয়ন করেন এবং কৃষকদের ঋণ মওকুফের জন্য পদক্ষেপ নেন। তার নেতৃত্বে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া, ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব পেশ করে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বাপর ধাপে তার চিন্তাধারা ও কার্যক্রম বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার চেতনা জাগিয়ে তোলে, যা পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরি করে।

শেখ মুজিব ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সাথে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

এ কে ফজলুল হক শুধু রাজনীতিবিদই ছিলেন না, তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, এবং শিক্ষার বিকাশে গভীর আগ্রহী ছিলেন এবং এ বিষয়ে তার নানা উদ্যোগ ও কার্যক্রম রয়েছে। ফজলুল হক বাংলাভাষার প্রচলন ও প্রসারে গুরুত্ব দিতেন এবং বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন।

এ কে ফজলুল হক কিশোরদের জন্য "বালক" নামে একটি পত্রিকা এবং পরবর্তীতে "ভারত সুহৃদ" নামে আরেকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। ফজলুল হক "বেঙ্গল টুডে" নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন। এছাড়া, তিনি কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদিত "নবযুগ" পত্রিকার

প্রকাশনাতেও সহায়তা করেন। নজরুলের বিদ্রোহী লেখার জন্য পত্রিকাটি ব্রিটিশ সরকারের নজরে আসে, এরই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা উচ্চ আদালতের ইংরেজ বিচারপতি টিউনন ফজলুল হক সাহেবকে নিজের খাস-কামরায় ডেকে নিয়ে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী লেখার জন্য হুঁশিয়ার করে দেন। কিন্তু ফজলুল হক ভয় না পেয়ে নজরুল ইসলামকে আরও গরম লেখা চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দেন। যদিও ব্রিটিশ সরকার "নবযুগ" বন্ধ করে দেয়, হক সাহেবের প্রচেষ্টায় এটি পুনরায় চালু হয়।

রবীন্দ্রনাথের সাথে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

তিনি মুসলমানদের শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, এবং তার প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ, লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ, চাখার ফজলুল হক কলেজসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষকপ্রজা আন্দোলন, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ও ঋণ সালিশী বোর্ড প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি বাংলার কৃষক সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার ব্যক্তিগত দানের মাধ্যমে বহু দুঃস্থ কন্যা, পরীক্ষার্থী এবং সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। ফজলুল হকের সৎগুণ এবং দানশীলতার কারণে তার অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

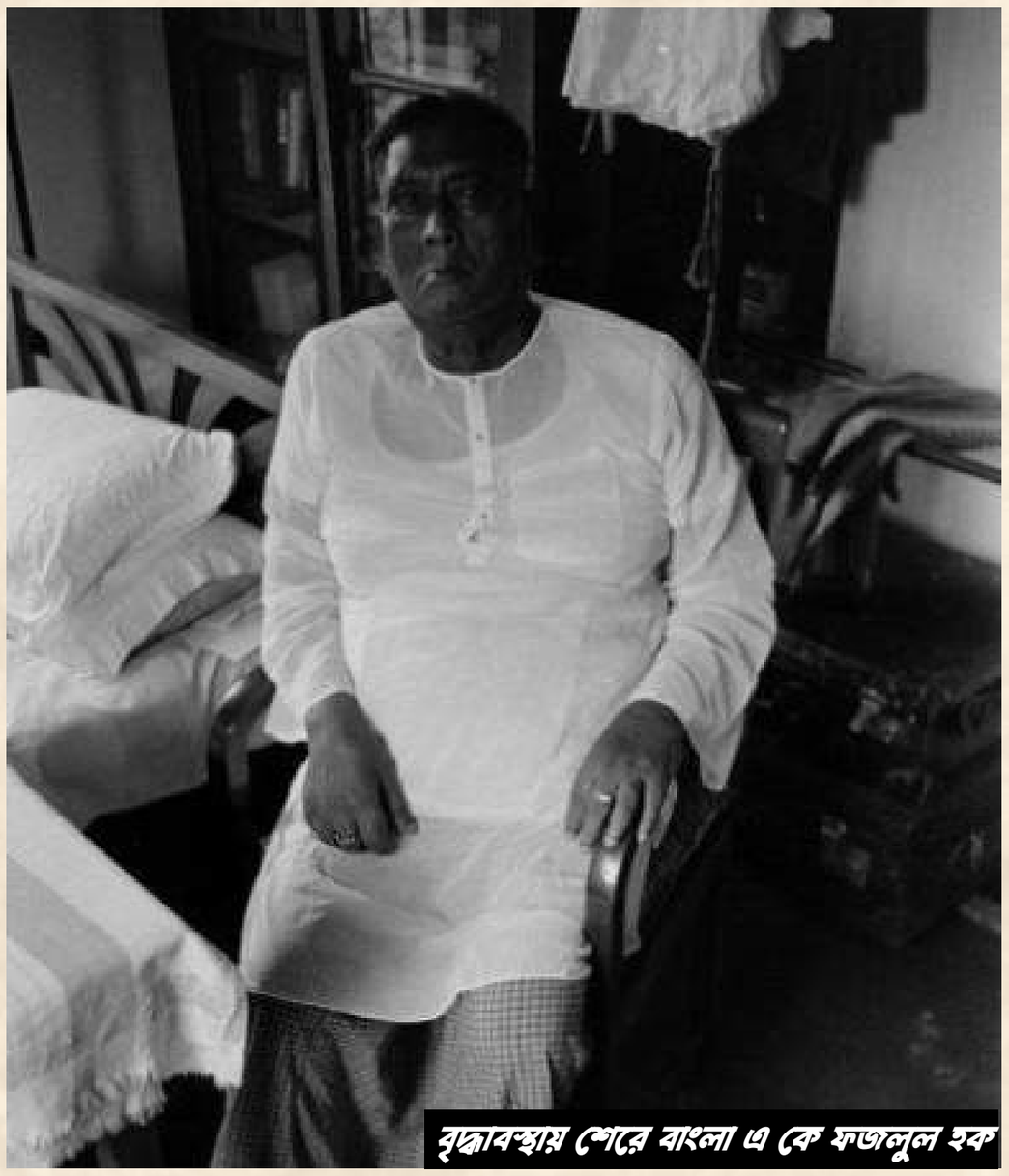

বৃদ্ধাবস্থায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল, শুক্রবার সকালে ৮৮ বছর বয়সে এ. কে. ফজলুল হক মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মরদেহ ২৮ এপ্রিল সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত ঢাকার টিকাটুলির ২৭ কিমি দাস লেনের বাসায় রাখা হয়। একই দিন সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ঢাকার পল্টন ময়দানে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে, তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সমাহিত করা হয়, যেখানে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিনের কবরও রয়েছে। এই তিন নেতার সমাধিস্থল ঐতিহাসিক "তিন নেতার মাজার" নামে পরিচিত। তাঁর মৃত্যুতে রেডিও পাকিস্তান সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করে সারাদিন কোরআন পাঠ করে, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়, এবং ৩০ এপ্রিল পাকিস্তানের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্কুল-কলেজে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টর-অব-ল, ১৯৫৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাকে ‘হিলাল-ই-পাকিস্তান’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে একটি আবাসিক হল রয়েছে, এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জিন্নাহ হলের নাম পরিবর্তন করে তাঁর নামে রাখা হয়েছে। কুয়েটে একটি ছাত্র আবাসিক হলের নাম ফজলুল হক হল, বুয়েটে শেরে বাংলা হলের নাম তাঁর নামে

রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নামে একটি হল রয়েছে, এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্র আবাসিক হল তার নামে রয়েছে। ঢাকায় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তার নামে প্রতিষ্ঠিত, যা ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৎকালীন পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রথম কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নামে একটি হলও রয়েছে। ঢাকায় শের-এ-বাংলা নগর নামে একটি এলাকার নামকরণ করা হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ অবস্থিত। এছাড়াও, ঢাকায় শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম বাংলাদেশের হোম অব ক্রিকেট হিসেবে পরিচিত, এবং বরিশালে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ তার নামে নামকরণ করা হয়েছে, যা দক্ষিণবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

রেফারেন্স :

ছোটদের জননায়ক শেরে বাংলা" - রুহুল আমিন বাবুল
https://tinyurl.com/trk2zkem
https://tinyurl.com/jrf8k266
https://tinyurl.com/trk2zkem
https://tinyurl.com/trk2zkem
https://tinyurl.com/45hk27ut
https://tinyurl.com/es2hc4dz

ছবি:

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক - The Daily Star
শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বাড়ি - Flikr
জিন্নাহর সাথে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক - সত্যের সন্ধানে
ভাষণ প্রদাণকালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক - Bangladesh: Audacity of hope
শেখ মুজিবের সাথে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক - Bangladesh Protidin
শেখ মুজিব ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সাথে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক - The Daily Star
রবীন্দ্রনাথের সাথে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক - Bangladesh Old Photo Archive Facebook Page
বৃদ্ধাবস্থায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক - Bangladesh Old Photo Archive Facebook Page